তারিখ ... 21 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম ... 7 ......

# টিচিং কোয়ালিটি, লার্নিং কোয়ালিটি

শিক্ষা | এস এম আবদুল জলিল

প্রধান উপদেষ্টা
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি

'আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনও শুধু ছাত্র পড়ানো হয়। পড়ানোর পাশাপাশি যখন সত্যিকার গবেষণা শুরু হবে, তখনই সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারবে। সারা পৃথিবী জ্ঞান সৃষ্টি করবে, আমরা শুধু সেই জ্ঞান ব্যবহার করব, সেটা হতে পারে না।' কথাগুলো আমার নয়, কথাগুলো লিখেছেন জনপ্রিয় লেখক এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল 'নস্টালজিয়া' শিরোনামের একটি প্রবন্ধে, যা গত ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার ৪নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। কথাগুলো প্রবন্ধের শেষাংশে অভিব্যক্ত। 'নস্টালজিয়া' একটি ইংরেজি শব্দ, যার বাংলা অনুবাদ স্মরণ বেদনা। প্রতিটি ওয়েভ বা মহাকর্ষ তরঙ্গ আবিষ্কারের জন্য যে তিনজন পদার্থবিজ্ঞানী ২০১৭ সালে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন, তাদের গবেষণাকর্ম বর্ণনা করতে করতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানোর পাশাপাশি পশ্চাৎপদতা পর্যবেক্ষণ করে তিনি নিজেই নস্টালজিক বা গৃহাকুল হয়ে পড়েছিলেন মর্মে প্রতীয়মান। কেবল অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল নন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক খ্যাতিমান অধ্যাপক অভিমত ব্যক্ত করেছেন এই মর্মে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আজ প্রশ্নবিদ্ধ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রসারের ব্যাপকতা দৃশ্যমান হলেও গুণগত মানে মন্থরতা দৃশ্যমান। টিচিং বা শিক্ষাদানে কোয়ালিটি না থাকায় লার্নিং বা শিক্ষা গ্রহণে কোয়ালিটি তৈরি হচ্ছে না। শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কোয়ালিটি অর্জনে কেন এমন ব্যর্থতা তা একটু তলিয়ে দেখা আবশ্যক।

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে অভিমত ব্যক্ত করার জ্ঞান ও সাহস আমার নেই। তবে চার দশকের বেশি সময় শিক্ষকতা পেশায় সম্পৃক্ত থেকে আমি হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছি যে, প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের সহজাত প্রবৃত্তির উদ্ভব, উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটে, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষায় তারা জ্ঞান ও দক্ষতায় পরিপুষ্ট হয়ে সৎ ও দেশপ্রেমের আদর্শের সৈনিক হয়ে যুগোপযোগী ও দক্ষ মানবসম্পদের অবয়বে গড়ে ওঠে, টেকসই অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যারা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবে, তারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসহ জ্ঞানের প্রতিটি শাখা বা ডিসিপ্লিনে জ্ঞান জগতের মহীরুহরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, গবেষণার মাধ্যমে দেশ, সমাজ ও গ্লোবাল বিশ্বে অভিনব জ্ঞান ও দর্শনের সন্ধান দেবে, এটাই সবার প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের চলমান শাসনামলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত সফলতা স্বীকার্য। প্রাথমিক শিক্ষা প্রায় শতভাগ সরকারিকরণ বাস্তবায়িত হওয়ায় শতভাগ শিক্ষার্থী বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে; প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাচ্ছে; সব স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক



শিক্ষা, কলেজ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য দেশে বর্তমানে ১,৬২,৫১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই কম নয়। (ব্যানবেইস প্রদত্ত তথ্য-২০১৫) পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক বৃত্তি ও স্কলারশিপের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি, কম্পিউটারসহ আধুনিক জ্ঞান-জ্ঞিান, তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তির ওপর অভূতপূর্ব গুরুত্ব আরোপ দৃশ্যমান হলেও শিক্ষার গুণগত মানে ঈপ্সিত সাফল্য গোচরীভূত হচ্ছে না। কারণ বহুবিধ। নিম্নোক্ত কারণগুলো উদ্‌ঘাটন করা হলো :

১. কোয়ালিটি শিক্ষাদানের জন্য মেধাবী, উচ্চশিক্ষিত, প্রশিক্ষিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উদ্ভাবক শিক্ষাবিদ শিক্ষক আবশ্যক। বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষকের ঘাটতি ব্যাপক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি স্কুল-কলেজেও এরূপ ঘাটতির কথা মাঝে মধ্যে শ্রুত।

২. ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডির অস্বচ্ছতার কারণে যোগ্যতা ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না। নিয়োগ বোর্ডে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ডের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি সম্পৃক্ত থাকলেও তারা অস্বচ্ছতার মোহে বশীভূত হন। বর্তমান জাতীয় শিক্ষক নিববন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের ওপর শিক্ষক নিয়োগের বাছাই কার্যক্রম ন্যস্ত করা হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় নিয়োগ কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছে, টিচিং-লার্নিং ব্যাহত হচ্ছে।

৩. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের বাস্তবতায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক থাকা অপরিহার্য। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক দূরের কথা, জনবল কাঠামোর জটিলতায় মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা প্রকট। বাংলা শিক্ষক দিয়ে অঙ্ক-ধর্ম পড়ানো হয়, আবার ইংরেজি শিক্ষক দিয়ে ধর্ম, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শাখার বিষয়গুলো পড়ানো হয়। ফলে টিচিংয়ে মানসম্পন্ন লার্নিং আশা করা যায় কি?

৪. ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি দলীয় বলয়ে গঠিত হওয়ায় অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলাদলি এবং রেষারেষি সৃষ্টির কারণে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে, শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। অনেক প্রতিষ্ঠানে কোনো কমিটি নেই। কমিটির ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অস্বচ্ছতা দূরীকরণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ডের অসহায় ভূমিকা পরিলক্ষিত।

৫. স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা শিক্ষার ৯৭ শতাংশ দায়িত্ব পালন করেন আর সরকারি শিক্ষকরা মাত্র ৩ শতাংশ শিক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। অথচ সরকারি শিক্ষকরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডগুলোর অধীশ্বর বেসরকারি শিক্ষকরা তাদের প্রজা। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও বিতৃষ্ণা হওয়ার কারণে টিচিং লার্নিংয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। সমযোগ্যতা, সমঅভিজ্ঞতা ও সমদায়িত্বের ভিত্তিতে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের সমান বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তির অধিকার স্বীকার্য হলেও বাস্তবে এখনও আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা শিক্ষাদানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে।

৬. সরকারি স্কুল-কলেজেও শিক্ষক ঘাটতি আছে। রাজধানীসহ বিভাগীয় ও বৃহত্তর জেলার বাইরে শিক্ষক ঘাটতি বেশি। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় পৃথক ক্যাডার না থাকায় তারা প্রেষণে শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা বোর্ড, টেক্সট বুক বোর্ড, নায়েম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকেন। ফলে টিচিং-লার্নিং কার্যক্রমে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে।

৭. কোয়ালিটি টিচিং নিশ্চিতকরণের জন্য শিক্ষক-প্রশিক্ষণ অনস্বীকার্য। অনেক স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা লক্ষণীয়। প্রশিক্ষণকালীন সময়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক সংকুলানে ব্যর্থতার জন্য টিচিং-লার্নিংয়ে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে।

৮. ইংরেজি বিদেশি ভাষা হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ইংরেজি শিক্ষকের ঘাটতি ব্যাপক। ইংরেজি শিক্ষার মানোন্নয়ন কারিকুলাম সংশোধন করা আবশ্যক। বেসিক গ্রামার চর্চা বা অনুশীলন ছাড়া স্কুল পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে পরিপক্বতা আনা সম্ভব নয় মর্মে আমাদের কাছে প্রতীয়মান।

৯. উপযুক্ত বিজ্ঞান শিক্ষকসহ বিজ্ঞানাগার ও পাঠাগারের অভাবে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষাদান আকর্ষণীয় না হওয়ার কারণে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থী হ্রাস পাচ্ছে।

টিচিং-লার্নিংয়ে কোয়ালিটি অর্জন করতে হলে এসব সমস্যার আশু সমাধান আবশ্যক। প্রাথমিক শিক্ষার পরেই মাধমিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার্য। টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণসহ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হলে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা সরকারি তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় বাধ্যতামূলক করা অপরিহার্য, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারি-বেসরকারি বৈষম্য থাকলে টিচিং ল্যার্নিংয়ে কোয়ালিটি অর্জিত হবে না।

কোয়ালিটি লার্নিংয়ের জন্য কোয়ালিটি টিচিংয়ের বিকল্প নেই। কোয়ালিটি টিচিং নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি বৈষম্য বিদ্যমান থাকলে মেধাবীরা শিক্ষকতায় আকৃষ্ট হবেন না। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষার মতো মাধ্যমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণের আওতায় আনতে হবে। তবেই টিচিং কোয়ালিটি দ্বারা লার্নিং কোয়ালিটির মান নিশ্চিত হবে। টিচিং কোয়ালিটি ও লার্নিং কোয়ালিটি পরস্পর পরস্পরের সম্পূরক।